২৭/৮/২০০৭

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮......

ভোরের কাগজ

ছাত্র রাজনীতির বর্তমান কাল ও জনগণের প্রত্যাশা

পত্রপত্রিকার রিপোর্ট এবং ছবি দেখলে মনে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন পরিণত হয়েছে মিনি ক্যান্টনমেন্ট বা কোনো মারদাঙ্গা ছবির আদর্শ শ্যুটিং স্পটে। ক্যাম্পাস দখল, হল দখল, ফ্যাকাল্টি দখল যেন চর দখলের আধুনিক রূপায়ণ। আধিপত্য বিস্তারের এ অসুস্থ এবং নগ্নলড়াইয়ে আজ সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। দুঃখজনকভাবে সত্য হলো এই যে, যে সব জাতীয় নেতৃবৃন্দ অস্ত্র উদ্ধার এবং সন্ত্রাস দমনের বুলি আওড়াতে আওড়াতে মুখে ফেনা উঠাচ্ছেন, তারাই পরোক্ষভাবে মদদ দিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোকে অস্ত্রনির্ভর, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতায় আধিপত্যবাদী এক ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওরিয়েন্টেশন দিচ্ছেন। এ যেন 'ভূতের মুখে রাম নাম'।

একটা সময় ছিল। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছাত্রদের সাধারণ মানুষ অন্য চোখে দেখতো। এ অন্য চোখের মধ্যে লুকায়িত ছিল দেশাত্মবোধ, দায়িত্ববোধ, সততা এবং মনন বোধের মেলবন্ধন। মানুষ তাকে ভালোবাসতো। শিক্ষকরা স্নেহ করতেন। আত্মীয়স্বজনরা গর্ব করতো। কেননা তখন সামগ্রিকভাবে একটা সুস্থ, সুষ্ঠু, সুন্দর এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা ছিল, সাধারণ জনগনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল সে সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এবং কর্মসূচিতে। সর্বোপরি রাজনীতির মূল আদর্শই ছিল দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবাদ। কিন্তু কালক্রমে এ রাজনীতিক উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, কথা-কর্ম এবং কর্মসূচি-কর্মকাণ্ডের মধ্যে এতো বেশি দূরত্ব তৈরি হয়েছে যে, সাধারন জনগণ আজ রাজনীতি বিমুখ। রাজনীতি বিদ্বেশী। কেননা এটাইতো স্বাভাবিক যে রাজনীতিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নেই, স্বপ্নের উৎসারণ নেই, জীবনের মৌলিক দাবির সম্পৃক্ততা নেই, বেঁচে থাকার ন্যূনতম অবলম্বনের নিশ্চয়তা নেই, জীবনের ঘনিষ্ঠতা নেই, সে রাজনীতি তার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জনগণকে কখনো সম্পৃক্ত করতে পারে না। জনগণের আবেগকে বুঝতে না পারলে জনগণের মূল্যবোধকে মূল্যায়ন করতে না পারলে গণমুখী রাজনীতি সম্ভব নয়। জনগণের আস্থাভাজন হওয়াও অসম্ভব। এ বিশ্বাসহীনতা ও আস্থাহীনতার যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে, তার মদদপুষ্ট এবং আজ্ঞাবহ ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক কমিটমেন্ট কতোটা আর গণসম্পৃক্ত হবে! কতোটা আর গুণগত এবং শিক্ষামুখী হবে! এ ধরনের অসুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চার অনিবার্য ফলাফল হিসাবেই সারা বাংলাদেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ অচল হয়ে যাওয়ার সম্মুখীন।

ইতিমধ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে, তিনটি মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো দীর্ঘদিন ধরে অচল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা পেছাতে পেছাতে একটা নেতিবাচক নজির সৃষ্টি করতে চলেছে। সব মিলিয়ে সারা দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কেন এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে? এর পেছনে অন্তর্নিহিত কারণসমূহ কি কি? এর সত্যিকার উত্তর খুঁজে বের করার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ছাত্র সংগঠনগুলোর অবস্থান কোথায়? বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ছাত্র সংগঠন লালন-পালনের উদ্দেশ্য এবং সত্যিকার লক্ষ্য কি? জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছাত্র রাজনীতির মৌলিক আদর্শকে বিপথে পরিচালিত করছে কিনা? আদৌ ছাত্র সংগঠনগুলোর মৌলিক কোনো আদর্শ আছি কি না? থাকলেও তা কি কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না কি এসবের কোনো প্রায়োগিক দিক আছে? থাকলে তা জাতীর বৃহত্তর প্রয়োজনে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে কিনা? বা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে, শিক্ষার পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তনে, শিক্ষাঙ্গনকে সত্যিকার শিক্ষার অঙ্গনে পরিণত করার পিছনে কোনা গঠনমূলক, সংস্কারমূলক এবং প্রগতিশীল কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে কিনা? ইত্যাকার বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে, ছাত্র সংগঠনগুলোর অবস্থান নির্ণয় করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত এবং গভীর গবেষণার অবকাশ আছে। কেবল হল দখল, বা ক্যাম্পাস দখল যদি ছাত্র রাজনীতি নয়, শিক্ষাঙ্গনে নিজদলের আধিপত্য বিস্তার যদি ছাত্র রাজনীতির হয়, অস্ত্রবাজ ও সন্ত্রাসীদের লালন করা ও মদদ দেওয়া যদি ছাত্র রাজনীতি হয়। চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি যদি ছাত্র-রাজনীতি হয় জাতীয় রাজনীতির আজ্ঞাবহ, কৃপাপ্রার্থী এবং অর্ডার পালন করা যদি ছাত্র-রাজনীতি হয় তবে অতিসত্তর সে ছাত্র রাজনীতি অন্তত শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি আইন করে বন্ধ করা উচিত।

তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে ছাত্র রাজনীতি আইন করে বন্ধ করার পক্ষে নই। জাতির প্রত্যাশা এই যে ছাত্র রাজনীতি ফিরে আসুক আগের সেই গৌরব উজ্জ্বল, দীপ্তিময় পরিবেশ। নতুন করে রূপায়ণ ঘটুক ছাত্ররাজনীতি নীতি ও আদর্শের জৌলুসে। নতুন রূপে আবির্ভাব ঘটুক সেই ছাত্র রাজনীতির যেখানে সম্পৃক্ত থাকবে সাধারণ জনগণের আবেগ এবং মূল্যবোধ। সমগ্র জাতি যখন রাজনীতি এবং রাজনীতি বিদদের উপর বিশ্বাস এবং আস্থা রাখতে পারছে না, তখন একমাত্র ছাত্র রাজনীতিই পারে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিশ্বাস ও আস্থার, আবেগ ও ভালোবাসার মনন ও মানসের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠতে। আমিও সেই অযুত জনগোষ্ঠীর একজন।

রহমান নাসির উদ্দিন
প্রাবন্ধিক ও গবেষক।
শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।